রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ জুন ২০০৮ খৃস্টাব্দ/ ৩ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ১৫৪-আইন/২০০৮।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "নির্বাচন" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(খ) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত সময়কাল;

(গ) "প্রার্থী" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তি;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঘ) "সরকারি" অর্থ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন;

(ঙ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন।

৩। নির্দলীয় নির্বাচন ।—সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক হইবে না এবং নির্বাচনী প্রচারণায় কোন রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক অথবা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার করা যাইবে না।

৪। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৫। সার্কিট হাউজ ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে—

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউস বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৬। প্রচারণা।—নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিগণ নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন, যথা ঃ—

(১) সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে এবং কোন প্রার্থী প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না ;

(খ) কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কেহ সভা আয়োজন করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট অন্যূন ২৪ ঘন্টা পূর্বে লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত আবেদনপ্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে উক্ত প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে আয়োজনকারীকে লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করিবেন;

(গ) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কোন ব্যক্তি জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথসভা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে সভা আয়োজনকারী পুলিশ শরণাপন্ন হইবেন।

(২) পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(ক) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ—

(অ) সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(আ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(ই) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন;

(খ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ২৩″×১৮″ এর অধিক হইতে পারিবে না এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোস্টারে তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না ;

(ঘ) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আকার ২৩″×১৮″-এর অধিক হইতে পারিবে না; এবং

(চ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে—

(ক) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না; বা

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালানো যাইবে না।

(৪) দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি,—

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; বা

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক-দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থানে প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

(৫) গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি,—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না বা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য চারশত বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থী প্রতি ওয়ার্ডে একটি করিয়া, কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী একজন প্রার্থী অনূর্ধ্ব পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুইটি এবং পনের হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন ছবি বা চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করা বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করা যাইবে না।

(৬) উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(ক) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(অ) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদাায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এইরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; এবং

(আ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করা যাইবে না; বা

(গ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1978 এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না।

(৭) প্রচারণার সময়।—কোন প্রার্থী, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের একুশ (২১) দিন সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

(৮) মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী জনসভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে একই সংগে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এবং লাউড স্পিকার বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি আট ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

(৯) সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(ক) কোন সরকারি কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না;

(খ) সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, বা উক্ত মন্ত্রীগণের পদমর্যাদাসম্পন্ন সরকারী সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাহার ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন;

(গ) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং অন্য কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।—ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং ভোটারগণ প্রবেশ করিতে পারিবে।

৮। বিধিমালার বিধান লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল।—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড বা মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, মেয়র বা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্তের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়াছেন বা লংঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লংঘন বা লংঘনের চেষ্টার জন্য তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টকে এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারকে যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও ৫৫-আইন/২০০২/আইন-১/সিকনিআবি-১/৯৯/১৮৩ তারিখঃ ১৬ চৈত্র ১৪০৮ মোতাবেক ৩০ মার্চ ২০০২ দ্বারা জারীকৃত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০০২, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বাতিলকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত সকল কার্য বা গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন উক্তরূপ কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের তারিখে এই বিধিমালা বলবৎ ছিল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।